আজকের কাগজ

তারিখ 2 4 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে আন্দোলন

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির একমাত্র কলেজটি অচল হয়ে পড়েছে

শহীদুজ্জামান ঃ অধ্যক্ষসহ কিছু শিক্ষকের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী অচল হয়ে পড়েছে। অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে ছাত্রসংসদসহ কলেজের সকল ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলে গত ২০ জুন থেকে কলেজটি একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছে। অধ্যক্ষ কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অন্যান্য শিক্ষকদেরও হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় মাত্র।

অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে ছাত্ররা ১৭ জুন স্মারকলিপি পেশ করে ৭২ ঘন্টা সময় বেঁধে দেয়। কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় ২০ জুন তারা তেজগাঁয় সড়ক অবরোধ করে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ২১ জুন থেকে তারা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের মধ্যে কর্মসূচি সীমিত রেখেছে। আজ তারা মশাল মিছিলও করতে পারে। দাবি না মানলে তারা আরো দুর্বার কর্মসূচি নেবে বলে ছাত্রসংসদ নেতারা জানিয়েছেন।

ছাত্রদের মতে সেশনজটই কলেজের প্রধান সমস্যা। প্রতি সেশনে প্রায় ২২ মাস সময় লাগছে। ৪ বছরের কোর্স শেষ করতে সময় লাগে ৭ বছর।

ছাত্ররা জানায়, রাজনৈতিক কারণে কলেজ বন্ধের ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষকের অপ্রতুলতাই সেশনজটের মূল কারণ। জানা যায়, অনুমোদিত অধ্যাপকের তিনটি পদই, সহযোগী অধ্যাপকের তিনটি পদের ১টি, সহকারি অধ্যাপকের ৪টি পদের ৩টি চীফ ইন্সট্রাক্টরের ২টি পদই, ইন্সট্রাক্টরের ৬টি পদের ১টি, প্রভাষকের (নন-টেকনিক্যাল) ৪টি পদের ২টি এবং ফোরম্যানের ৩টি পদই শূন্য। এর মধ্যেও ৩ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অননুমোদিতভাবে ও একজন উচ্চশিক্ষার্থে বাইরে রয়েছেন। তাছাড়া পলিটেকনিকের দু'জন ইন্সট্রাক্টরকে প্রেষণে আনা হয়েছে যাদের ক্লাশ করতে ছাত্ররা নারাজ।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধিতে যে শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আবশ্যিকতা রয়েছে, সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান দেশে না থাকায় তা মিলছে না। এ ব্যাপারে নিয়োগবিধি সংশোধনের জন্যে উচ্চ পর্যায় থেকে পরামর্শ চাওয়া হলেও অধ্যক্ষ অজ্ঞাত কারণে তা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

এক সেশনের পরীক্ষা চলাকালে সমস্ত ক্লাশ বন্ধ হয়ে যায় বলে ছাত্ররা সব সেশনের পরীক্ষা একসঙ্গে নেয়ার দাবি করেছিলো কর্তৃপক্ষ মানেনি। ছাত্রসংসদ ও ছাত্রনেতাদের পরামর্শ শোনা হয় না এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাউন্সিলেও তাদের ডাকা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

কলেজে ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য শতাধিক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকগুলি নষ্ট রয়েছে ঠিক করানো হয় না। অনেকগুলো না চালিয়ে ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে। অধ্যক্ষ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পার্টটাইম শিক্ষক হিসেবে কলেজের ল্যাবরেটরিতে ক্লাশ নেন। এমনকি কলেজের প্রাকটিক্যাল শেডে বিদেশ গমনেচ্ছুদেরও গোপনে অবৈধভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার অভিযোগও রয়েছে।

এদিকে অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে ৩ জন শিক্ষক স্কুল অব গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি নামে স্কুল করেছেন। বুয়েট থেকে পাশ করা ছাত্রদের উচ্চ ফি'র বিনিময়ে এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এ সার্টিফিকেট দিয়ে তারা গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পে চাকরি পায়। অথচ এসব পদে কলেজের পাশ করা ছাত্রদের নেয়ার কথা। সেশনজটের কারণে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যাচেলর ডিগ্রীধারীরা বেরুতে না পারায় এ অবস্থা হচ্ছে। ছাত্রদের মতে বাণিজ্যিক স্বার্থে স্কুল চালাতে অধ্যক্ষসহ উক্ত শিক্ষকরা কলেজের সমস্যার সমাধান চান না।